আশূরায়ে মুহাররম
ও
আমাদের করণীয়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-২১
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

عاشوراء المحرم و واجباتنا

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
মুহাররম ১৪২৫ হি./ফাল্গুন ১৪১০ বঙ্গাব্দ/মার্চ ২০০৪ খৃ.
২য় প্রকাশ
মুহাররম ১৪৪০ হি./ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/সেপ্টেম্বর ২০১৮ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী
নির্ধারিত মূল্য
২০ (বিশ) টাকা মাত্র

ASHURA-I-MUHARRAM & OUR DUTIES by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**, Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র (المحتويات)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়

আল্লাহ্র নিকটে বছরের চারটি মাস হ'ল 'হারাম' বা মহা সম্মানিত *(তওবা ৯/৩৬)*। যুল-ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম একটানা তিন মাস এবং তার পাঁচ মাস পরে 'রজব', যা শা'বানের পূর্ববর্তী মাস'।[১] জাহেলী আরবরা এই চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না।[২] এভাবে বছরের এক তৃতীয়াংশ তথা 'চার মাস' তারা লড়াই-ঝগড়া, খুন-খারাবী ইত্যাদি অন্যায়-অপকর্ম হ'তে দূরে থাকত। এ মাসগুলির মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ধর্মীয় কর্তব্য। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ– 'নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আল্লাহ্র বিধানে মাসসমূহের গণনা হ'ল বারোটি। যার মধ্যে চারটি মাস হ'ল 'হারাম'। এটিই হ'ল প্রতিষ্ঠিত বিধান। অতএব এ মাসগুলিতে তোমরা পরস্পরে অত্যাচার করো না' *(তওবা ৯/৩৬)*।

ফযীলত (فضائل عاشوراء) :

১. হযরত আবু হুরায়রা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)* হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ– 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[৩]

---

১. বুখারী হা/৫৫৫০; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৫৯।
২. বুখারী হা/৫৩; মুসলিম হা/১৭; মিশকাত হা/১৭।
৩. মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।

২. হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, –وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ 'আশূরার দিনের ছিয়াম আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশা করি যে, বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে'।[৪]

আশূরার গুরুত্ব (أهمية عاشوراء) :

হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমের ১০ম তারিখকে 'আশূরা' (عَاشُوْرَاءُ) বলা হয়। এদিন আল্লাহ্‌র হুকুমে মিসরের অত্যাচারী সম্রাট ফেরাঊন তার সৈন্যদল সহ নদীতে ডুবে মরেছিল এবং নবী মূসা (আঃ) ও তাঁর অত্যাচারিত কওম বনু ইস্রাঈলগণ ফেরাঊনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মূসা (আঃ) এদিন ছিয়াম রাখেন'।[৫] ইসলাম আসার পূর্ব থেকেই ইহূদী, নাছারা ও মক্কার কুরায়েশরা এদিন ছিয়াম রাখায় অভ্যস্ত ছিল। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজে ও তাঁর হুকুম মতে সকল মুসলমান এদিন ছিয়াম রাখতেন *(মুসলিম, শরহ নববী)*।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহূদীদের আশূরার ছিয়াম পালন করতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল,

هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوْسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوْسَى مِنْكُمْ. فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

'এটি একটি মহান দিন। এদিন আল্লাহ মূসা ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরাঊন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন।[৬] তার

---

৪. মুসলিম হা/১১৬২ (১৯৬); মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।

৫. মুসলিম হা/১১৩০ (১২৮); বুখারী হা/৩৯৪৩।

৬. পাশ্চাত্য মনীষী লুইস গোল্ডিং-এর তথ্যানুসন্ধান মূলক ভ্রমণ কাহিনী IN THE STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER-এর মতে, ওটা ছিল 'লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদ'। মিসরের আধুনিক তাফসীরকার তানতাভীও (মৃ. ১৯৪০ খৃ.) বলেন যে,

শুকরিয়া হিসাবে মূসা এদিন ছিয়াম পালন করেন। অতএব আমরাও এদিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা-র (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে ছিয়াম রাখার নির্দেশ দেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর অভ্যাস ছিল)।[৭]

২. হযরত আয়েশা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)* বলেন,

كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ : مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, এক্ষণে যে চায় আশূরার ছিয়াম পালন করুক এবং যে চায় তা পরিত্যাগ করুক'।[৮]

৩. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ- 'লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহূদী ও নাছারাগণ আশূরার দিনটিকে বিশেষভাবে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আগামী বছর আল্লাহ চাইলে আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ

লোহিত সাগরে ডুবে মরা ফেরাউনের লাশ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পাওয়া গিয়েছিল'। যদিও তা ১৯০৭ সালে পাওয়া যায় (দ্রঃ নবীদের কাহিনী ২/৬৩ পৃ.)। সাগরের বিভক্ত পানির 'প্রত্যেক ভাগ' *(শো'আরা ২৬/৬৩)* বলতে তাফসীরকারগণ বারো গোত্রের জন্য বারোটি ভাগ বলেছেন। যেখানে রাস্তাগুলি শুষ্ক হয়ে যায়। যার উপর দিয়ে মূসা (আঃ) ও তাঁর ঈমানদার সাথীগণ সহজে পার হয়ে যান *(ত্বোয়াহা ২০/৭৭)*।

৭. মুসলিম হা/১১৩০; বুখারী হা/৩৩৯৭; মিশকাত হা/২০৬৭।

৮. বুখারী হা/২০০২, ৪৫০৪ 'আশূরার দিনের ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১১২৫ (১১৩)।

لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ– 'আগামীতে আমি বেঁচে থাকলে অবশ্যই ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِ– صلى الله عليه وسلم– 'কিন্তু পরের বছর মুহাররম মাস আসার আগেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যু বরণ করেন'।[৯]

৪. হযরত রুবাইই' বিনতে মু'আউভিয বিন 'আফরা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)* বলেন,

أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– غَدَاةَ عَاشُورَاءَ رُسُلَهُ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِى حَوْلَ الْمَدِينَةِ : مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ. فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ، وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا، فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

'আশূরার দিন সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনার পার্শ্ববর্তী আনছারদের গ্রামসমূহে ঘোষকদের পাঠিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি ছিয়াম অবস্থায় সকাল করেছে, সে যেন ছিয়াম পূর্ণ করে। আর যে ব্যক্তি ছিয়াম না রেখে সকাল করেছে, সে যেন বাকী দিনটা ঐভাবে (না খেয়ে) অতিবাহিত করে। অতঃপর আমরা এর পর থেকে এদিন ছিয়াম রাখতাম ও আমাদের ছোট বাচ্চাদের ছিয়াম রাখাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা বানিয়ে রাখতাম ও তা সাথে নিয়ে যেতাম। যখন তারা খাওয়ার জন্য কাঁদতো তখন ওটা দিতাম, যা ওদেরকে ভুলিয়ে রাখত। এভাবে বাচ্চারা তাদের ছিয়াম পূর্ণ করত'।[১০]

৫. হযরত মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে হজ্জের মওসুমে খুৎবা দান কালে বলেন,

---

৯. মুসলিম হা/১১৩৪; আবুদাঊদ হা/২৪৪৫।

১০. মুসলিম হা/১১৩৬; বুখারী হা/১৯৬০। وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِـــهِ مَعَنَـــا এখানে بِهِ দ্বারা اللُّعْبَـــةَ বুঝানো হয়েছে *(মুসলিম হা/১১৩৬)*। শব্দটি বাহ্যিকভাবে স্ত্রীলিঙ্গ হ'লেও অপ্রাণীবাচক হিসাবে তার জন্য পুংলিঙ্গের সর্বনাম (بِهِ) আনা হয়েছে।

يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ- مُتَّفقٌ عَلَيْهِ-

‘হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপর ফরয করা হয়নি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে যে চায় সে ছিয়াম পালন করুক এবং যে চায় তা পরিত্যাগ করুক’।[১১]

৬. হযরত আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন,

كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَصُومُوهُ أَنْتُمْ- مُتَّفقٌ عَلَيْهِ-

‘খায়বর বাসীরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখে। দিনটিকে ইহূদীরা খুবই সম্মান করে। তারা এদিনকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করে। তারা এদিন তাদের স্ত্রীদের অলংকারাদি ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করায়। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তোমরা এদিন ছিয়াম রাখ’।[১২]

৭. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا- ‘তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহূদীদের বিপরীত কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বের দিন বা পরের দিন ছিয়াম পালন কর’।[১৩]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে।-

১১. বুখারী হা/২০০৩; মুসলিম হা/১১২৯ ‘ছিয়াম’ অধ্যায়।

১২. মুসলিম হা/১১৩১ (১২৯-১৩০); বুখারী হা/২০০৪।

১৩. বায়হাক্বী 8/২৮৭, হা/৮৬৬৭। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি ‘মরফূ’ হিসাবে ছহীহ নয়, তবে ‘মওকূফ’ হিসাবে ‘ছহীহ’। দ্র. আলবানী, তাহকীক ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃ.।

(১) আশূরার ছিয়াম ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম মুসলমানগণ নিয়মিতভাবে পালন করতেন।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) শৈশবকাল থেকেই শিশুদের ছিয়ামে অভ্যস্ত করানো কর্তব্য। যদিও তাদের উপরে তা ফরয নয়।

(৬) আশূরার ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ সমূহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই। এই ছিয়াম ৯ ও ১০ বা ১০ ও ১১ দু'দিন রাখা ভাল। তবে রাসূল (ছাঃ) ৯ ও ১০ দু'দিন রাখতে চেয়েছিলেন। কমপক্ষে ১০ তারিখে ছিয়াম রাখা আবশ্যক।

(৭) আশূরার ছিয়ামের সাথে হযরত হুসায়েন ইবনু আলী (রাঃ)-এর শাহাদাতের কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে।[১৪]

আমাদের করণীয় (واجباتنا فى عاشوراء) :

এদিনের করণীয় হ'ল, যালেম শাসক ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম দু'টি নফল ছিয়াম রাখা। কমপক্ষে ১০ই মুহাররম একটি ছিয়াম পালন করা কর্তব্য।

---

১৪. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ (বৈরূত : দারুল জীল, ১ম সংস্করণ ১৪১২ হি.) ক্রমিক ১৭২৬; আল-ইস্তী'আব (বৈরূত : দারুল জীল, ১ম সংস্করণ ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ.) ক্রমিক ৫৫৬।

এর বেশী কিছু নয়। সেই সাথে উচিৎ হবে যালেম ও মাযলূম সকলকে ফেরাঊন ও মূসার উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। মযলূম মূসা (আঃ) বিশ্বব্যাপী নন্দিত ও সমাদৃত। কিন্তু যালেম ফেরাঊন সর্বত্র নিন্দিত ও ধিকৃত। এমনকি সচেতন কোন পিতা তার সন্তানের নাম ঐ নিকৃষ্ট ফেরাঊনের নামে রাখেন না। যালেম যাতে বারিত হয় এবং মযলূম যাতে আল্লাহ্র উপরে নির্ভরশীল হয় ও সত্যচ্যুত না হয়, সেই শিক্ষা গ্রহণের জন্যই আল্লাহ্র হুকুমে ফেরাঊনের লাশ আজও পচেনি *(ইউনুস ১০/৯২)*। আজও মিসরের পিরামিডে তা অক্ষত রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে ধর্মের নামে সকল প্রকার বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখুন এবং বিশুদ্ধ ইসলামের উপর দৃঢ়চিত্ত থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

মোট কথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে স্রেফ নফল ছিয়াম রাখা ব্যতীত অন্য কিছুই করণীয় নেই। শাহাদাতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না, বরং গোনাহ হবে। কারণ কারবালার ঘটনার বহু পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে *(মায়েদাহ ৫/৩)* এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। আর এটাই স্বাভাবিক যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় যা দ্বীন হিসাবে চালু ছিল না, পরবর্তীতে তা দ্বীন হিসাবে কবুল হবে না।

আশূরার বিদ'আত সমূহ (بدعات فى عاشوراء) :

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শাহাদাতে কারবালার স্মরণে শোক দিবস হিসাবে পালিত হয়। এখানে শী'আ-সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শির্ক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। এদিন সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হুসায়েনের ভুয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভুয়া কবরগুলিকে 'আত্মা সমূহের অবতরণস্থল' (مَنَازِلُ الْأَرواحِ) বলে ধারণা করা হয়। সেখানে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় কল্পনা করে তাকে সালাম দেওয়া হয়। তার সামনে মাথা ঝুঁকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করা হয়। এগুলি পরিষ্কারভাবে শিরক। এছাড়া শোকের ভান করে মুখ ও বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। শহীদী রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং

সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বল্লম নিয়ে কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হোসায়েনের নামে পুকুরে 'মোরগ' ছুঁড়ে যুবক-যুবতীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো টুপী ও কালো পোশাক পরিধান এবং কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়।

অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করেন না। ফোরাত নদীর পানি থেকে বঞ্চিত তৃষ্ণার্ত হুসায়েন পরিবারের স্মরণে এদিন অনেকে পানি পান করেন না। হুসায়েনের কোলে থাকা দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্রের শহীদ হওয়ার স্মরণে এদিন অনেকে শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন।[১৫] উগ্র শী'আরা কোন কোন 'ইমাম বাড়া'তে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে গালাগালি ও লাঠিপেটা করে এবং অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুকালীন অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে তিনি খলীফা হন। তার কারণে আলী (রাঃ) ১ম খলীফা হ'তে পারেননি *(নাঊযুবিল্লাহ)*। হযরত ওমর, ওছমান, মু'আবিয়া, মুগীরা বিন শো'বা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)* প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়।

---

১৫. শী'আদের অনুকরণে এই শিশুপুত্রের নাম বিভিন্ন বাংলা বইয়ে ও পুঁথি সাহিত্যে 'আছগার' বলা হয়েছে। যার অর্থ 'ছোট'। আসলে তার নাম আলী আল-আকবার, অর্থ বড়। হুসায়েন (রাঃ)-এর চারজন পুত্র ছিল। ১- আলী আল-আকবার। যিনি হুসায়েন-এর কোলে শহীদ হন। ইনি আব্দুল্লাহ আর-রাযী' (দুগ্ধপোষ্য আব্দুল্লাহ) নামে পরিচিত। ২- আলী আল-আছগার। যিনি 'যয়নুল আবেদীন' (আবেদগণের সৌন্দর্য) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি হত্যা থেকে বেঁচে যান *(আল-বিদায়াহ ৮/১৯০)*। তাঁর অনেক সন্তানাদি ছিল। ৩ ও ৪- জা'ফর ও আব্দুল্লাহ। এঁদের কোন সন্তানাদি ছিল না *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৩২১)*। ওমর বিন হুসায়েন নামে সর্বকনিষ্ঠ আরেকটি পুত্রের নাম পাওয়া যায় *(আল-বিদায়াহ ৮/১৯৭)*। হুসায়েন (রাঃ)-এর চারজন স্ত্রী ছিলেন। ১- রাবাব ২- উম্মু ইসহাক ৩- লায়লা ও ৪- শাহরবানূ। হুসায়েন (রাঃ)-এর ফাতেমা, সাকীনা, রুক্বাইয়া, খাওলা ও ছাফিইয়া নামে পাঁচ জন কন্যা ছিল বলে জানা যায়। তবে এই হিসাব চূড়ান্ত নয়। উল্লেখ্য যে, ফাতেমার সন্তানদের মধ্য থেকেই ক্বিয়ামত প্রাক্কালে 'মাহদী' আসবেন *(আবুদাঊদ হা/৪২৮৪; ইবনু মাজাহ হা/৪০৮৬)*।

এছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল কেন্দ্রবিন্দু হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' বা নিষ্পাপ ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' বা অভিশপ্ত প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

বিদ'আত সমূহের শারঈ ভিত্তি (الأساس الشرعي لبدعات عاشوراء) :

আশূরা উপলক্ষ্যে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আত সমূহের কোন শারঈ ভিত্তি নেই। এসব অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং বাজে আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা যেমন হারাম, তা'যিয়ার নামে ভুয়া কবর যেয়ারত করাও তেমনি মূর্তিপূজার শামিল। এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোকগাথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান বা শোক মিছিল ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কোন কবর বা সমাধিসৌধ, শহীদ মিনার বা স্মৃতিসৌধ কিংবা ছবি ও প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাও একইভাবে শিরক।

ইসলামে শোক (رِثَاءٌ فِي الاسلام) :

কোন মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুর খবরে *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'ঊন* পাঠ করা *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)* এবং মাইয়েতের জানাযা করাই হ'ল ইসলামের বিধান। এর বাইরে অন্য কিছু নয়। স্বামী ব্যতীত অন্য মাইয়েতের জন্য তিন দিনের ঊর্ধ্বে শোক করা ইসলামে নিষিদ্ধ *(আবুদাঊদ হা/২২৯৯, ২৩০২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার জন্য শোক করা হবে, তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে' *(বুখারী হা/১২৯১)*।

উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগের রীতি ছিল, যার মৃত্যুতে যত বেশী মহিলা কান্নাকাটি করবে, তিনি তত বেশী মর্যাদাবান বলে খ্যাত হবেন। সেকারণ মৃত ব্যক্তির সম্মান বাড়ানোর জন্য তার লোকেরা কান্নায় পারদর্শী মেয়েদের ভাড়া করে আনত' *(ফাৎহুল বারী হা/১২৯১-এর অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রঃ)*।

দুর্ভাগ্য, আজকের মুসলিম তরুণ-তরুণীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বশেষ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একত্রে রাস্তায় বসে মাইক লাগিয়ে বিদায়ী

'গণকান্না' জুড়ে দেয়। এ কি জাহেলী আরবের ফেলে আসা নষ্ট সংস্কৃতির আধুনিক বঙ্গ সংস্করণ নয়? অনেকে তিন দিন পর কুলখানী, দশ দিন পর দাসওয়াঁ, চল্লিশ দিন পর চেহলাম এবং কেউ প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন। কেউ প্রতি বছর তিন দিন, সাত দিন, চল্লিশ দিন বা মাস ব্যাপী শোক পালন করেন। এছাড়া শোক সভা, শোক র‍্যালী, শোক বই খোলা, কালো টুপি ও কালো পোষাক পরা, কালো ব্যাজ ধারণ করা, কালো পতাকা উত্তোলন বা কালো ব্যানার টাঙানো, মৃতের সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, শোকের নিদর্শন হিসাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ইত্যাদি ইসলামী সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী।

শোকের নামে দিবস পালন করা, মুখ ও বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ– 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজের মুখে মারে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[১৬]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, أَنَا بَرِىءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ– 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও বুকের কাপড় ছিঁড়ে'।[১৭]

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল আশূরা উপলক্ষ্যে ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ– 'তোমরা আমার ছাহাবীদের গালি দিয়ো না। কেননা (তারা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ ব্যয়ের সমান (মর্যাদায়) পৌঁছতে পারবে না'।[১৮]

---

১৬. বুখারী হা/১২৯৭; মুসলিম হা/১০৩ (১৬৫); মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।
১৭. মুসলিম হা/১০৪; মিশকাত হা/১৭২৬।
১৮. বুখারী হা/৩৬৭৩; মুসলিম হা/২৫৪০ (২২১); মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ। ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৫৪।

মর্সিয়া : মর্সিয়া (اَلْمَرْثِيَـــةُ) অর্থ মৃত ব্যক্তির প্রশংসায় বর্ণিত কবিতা। জাহেলী আরবের প্রসিদ্ধ সাব'আ মু'আল্লাক্বাত (اَلــسَبْعُ الْمُعَلَّقَــاتُ) বা কা'বাগৃহে 'ঝুলন্ত দীর্ঘ কবিতাসপ্তক'-কে আল-মারাছী আস-সাব'আ (اَلْمَرَاثِى السَّبْعُ) বা 'সাতটি শোক কাব্য' বলা হয়। শাহাদাতে হোসায়েন উপলক্ষে বাংলা গদ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাস ছাড়াও বহু মর্সিয়া কবিতা রচিত হয়েছে। যার উপর মন্তব্য করে জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ. বাক ও বুদ্ধি লোপ ১৯৪২ খৃ.) স্বীয় 'মহররম' কবিতার শেষে বলেছেন, 'ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না'। বলা বাহুল্য, হোসায়েনের ত্যাগ এখন নেই। আছে কেবল শোকের নামে ভান করা, মুখ-বুক চাপড়ানো, রং ছিটানো, নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা ইত্যাদি। সেই সাথে রয়েছে অতিরঞ্জিত লেখনী ও গাল-গল্পের অনুষ্ঠান সমূহ। অথচ জাতীয় মুক্তির পথ দেখিয়ে মহাকবি আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খৃ.) বলেছেন, *ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বা'দ*। এর অর্থ হ'ল, বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুমিনকে সর্বদা কারবালার ন্যায় চূড়ান্ত ঝুঁকি নিতে হয়। এর অর্থ এটা নয় যে, কারবালার ঘটনা হক ও বাতিলের লড়াই ছিল। বস্তুতঃ এটি ছিল হোসায়েন (রাঃ)-এর একটি রাজনৈতিক ভুলের মর্মান্তিক পরিণতি। যেটা বুঝতে পেরেই অবশেষে তিনি ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

তা'যিয়া (اَلتَّعْزِيَةُ) অর্থ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছান বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া ও তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা। হোসায়েন পরিবারই ছিলেন এই সমবেদনা পাওয়ার প্রকৃত হকদার। কিন্তু এখন তাঁরা কোথায়? ৬১ হিজরীতে হোসায়েন (রাঃ) কারবালায় শহীদ হয়েছেন। অথচ সেখান থেকে ৩৫২ হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোথাও এদিন শোক পালন করা হয়নি। অথচ এখন তা পালন করা হচ্ছে এবং এই বিদ'আতী রীতির ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশ সহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আশূরার দিন পরস্পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশ অঞ্চলের শাসক নবাবেরা শী'আ ছিলেন। ফলে এদেশের মুসলমানদের নামে ও আচার-অনুষ্ঠানে শী'আ প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে। সেই সাথে প্রসার ঘটে আশূরা ও তাযিয়ার মত শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড সমূহের। তাযিয়াপূজা কবরপূজার শামিল। পৌত্তলিকরা যেমন নিজ হাতে মূর্তি গড়ে তার পূজা করে, ভ্রান্ত মুসলমানরা তেমনি নিজ হাতে 'তাযিয়া' বানিয়ে তার কাছে মনোবাঞ্ছা নিবেদন করে।

এটা পরিষ্কারভাবে শিরক। কেননা লাশ বিহীন কবর যিয়ারত মূর্তিপূজার শামিল। যা নিকৃষ্টতম শিরক। আর আল্লাহ শিরকের গোনাহ কখনো মাফ করেন না' *(নিসা ৪/৪৮)*।

অতএব এই বিদ'আতী পর্বে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা কিংবা এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধের শিকার হওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

হুসায়েনের মাথা ছয়টি দেশে (رأس حسين فى ستة بلاد) :

শী'আদের ওয়েবসাইটের তথ্য মতে বর্তমানে হুসায়েনের মাথা ছয়টি দেশে পূজিত হচ্ছে। ১. মদীনার বাক্বী' গোরস্থানে তাঁর মা ফাতেমা (রাঃ)-এর কবরের পাশে ২. দামেস্কে হুসায়েনের মাথা বা মাসজিদুর রা'স সংলগ্ন গোরস্থানে ৩. মিসরের রাজধানী কায়রোতে। যা 'তাজুল হুসায়েন' বা হুসায়েনের মুকুট নামে খ্যাত। এজন্য মিসরীয়রা নিজেদের দেশকে 'আল্লাহর পসন্দনীয় দেশ' বা Choosen country বলে গর্ববোধ করে। ৪. ইরানের মারভে। ৫. ইরাকের নাজাফে এবং ৬. কারবালা প্রান্তরে। কিন্তু এসব তথ্যগুলিতে কেউ একমত নন।[১৯]

ইবনু কাছীর বলেন, বিদ্বানদের নিকট এসবের কোন ভিত্তি নেই। বরং এটাই সঠিক যে, হুসায়েনের মাথা দামেস্কে আনা হয়নি *(আল-বিদায়াহ ২/১৬৭)*। হুসায়েন সহ তাঁর পরিবারের নিহতদের সবাইকে যুদ্ধক্ষেত্রে বনূ আসাদের লোকেরা একই দিনে দাফন করেছিল *(আল-বিদায়াহ ২/১৯১)*। ইবনু জারীর ও অন্যান্য জীবনীকারগণ বলেন, তাঁর নিহত হওয়ার স্থানটির চিহ্ন মিটিয়ে ফেলা হয়েছিল। যাতে কেউ তা চিনতে না পারে। যদিও কারবালায় নির্মিত সমাধি সৌধটি পরবর্তীতে হুসায়েনের কবরস্থান বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে *(আল-বিদায়াহ ৮/২০৫)*।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অদ্বৈতবাদী ছূফী সাধক আবু ইয়াযীদ বিস্তামী ওরফে বায়েযীদ বোস্তামী (১৮৮-২৬১ হি.) ইরানের বিস্তাম শহরে সমাধিস্থ হ'লেও

---

১৯. https://www.alimamali.com/html/ara/ahl/sire/hosain/madfan-ras.htm উল্লেখ্য যে, ইরাকের রাজধানী বাগদাদ থেকে সড়ক পথে ৮৮ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে কারবালা প্রান্তর এবং কারবালা থেকে ৮০ কি. মি. দক্ষিণে নাজাফ (কূফা) অবস্থিত। মক্কা থেকে কূফা বর্তমানে আকাশ পথে ১২৬৫ কি. মি. এবং দামেস্ক ১৩৯০ কি. মি.।

এবং কখনো বাংলাদেশে না এলেও চট্টগ্রাম মহানগরীতে তার নামে বায়েযীদ বোস্তামীর ভুয়া কবরে পূজা হচ্ছে। একইভাবে শাহ আলী বাগদাদী (আনুমানিক ৭৯৩-৮৯২ হি.)-এর কবর ঢাকার মীরপুরে পূজিত হচ্ছে। এগুলি সবই ধর্মের নামে কবরপূজারীদের বিনা পুঁজির ব্যবসার ফাঁদ মাত্র।

বিদ'আতের সূচনা (إبتداء بدعة عاشوراء) :

বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফা মুত্বী' বিন মুক্বতাদিরের সময়ে (৩৩৪-৩৬৩ হি./৯৪৬-৯৭৪ খৃ.) তাঁর শক্তিশালী শী'আ আমীর আহমাদ বিন বূইয়া দায়লামী ওরফে মু'ইযযুদ্দৌলা ৩৫১ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের তারিখকে 'খুম্ম কূয়ার পবিত্র ঈদের দিন' (عِيدُ غَدِيرِ خُمّ مُبارَكٌ) হিসাবে ঘোষণা করেন। শী'আদের নিকটে এই দিনটি পরবর্তীতে ঈদুল আযহার চাইতেও গুরুত্ব পায়। তাদের খুশীর কারণ ছিল এদিন খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর নিহত হওয়া। কেননা তাদের ধারণা মতে বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পথে ১৮ই যিলহাজ্জ তারিখে 'খুম্ম' কূয়ার নিকট পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র হুকুমে তাকে তাঁর পরে খলীফা নিযুক্তির অছিয়ত করেছিলেন।[২০]

---

২০. এ বিষয়ে সঠিক তথ্য এই যে, 'খুম্ম' কূয়ার নিকট পৌঁছে বুরাইদা আসলামী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ইয়ামন যুদ্ধের সফরে হযরত আলী (রাঃ)-এর রুক্ষ ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করেন। এতে রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি বলেন, يَا بُرَيْدَةُ، أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ 'হে বুরাইদা! আমি কি মুমিনদের নিকট তাদের নিজের চাইতে অধিক নিকটতর নই? বুরাইদা বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ 'আমি যার বন্ধু, আলী তার বন্ধু' *(আহমাদ হা/২২৯৯৫; হাকেম হা/৪৫৭৮)*। ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, শী'আরা এর অর্থ করেছে, আলী (রাঃ) শাসন ক্ষমতা সহ সকল কাজে রাসূল (ছাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত। অথচ এর অর্থ কেবল আলী (রাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা' *(মিরক্বাত হা/৬০৯১-এর ব্যাখ্যা)*। শায়খ আলবানী বলেন, শী'আরা এখানে হাদীছ তৈরী করেছে إِنَّهُ خَلِيْفَتِي مِنْ بَعْدِي 'সে আমার পরে খলীফা' যা কোন সূত্রেই বিশুদ্ধ নয়। বরং এটি তাদের রচিত অগণিত মিথ্যা সমূহের অন্যতম' *(ছহীহাহ হা/১৭৫০-এর আলোচনা)*। এভাবে শী'আরা রাজনৈতিক কারণে হযরত আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনায় তিন লাখ জাল হাদীছ বানিয়ে নিয়েছেন *(ড. মুছতফা সাবাঈ, আস-সুন্নাহ ফিত-তাশরী'ইল ইসলামী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.) ৮১ পৃ.)*।

কিন্তু তিনি খলীফা না হয়ে তার বদলে প্রথমে আবুবকর, পরে ওমর ও ওছমান পরপর খলীফা হন। ঘটনাক্রমে হযরত ওছমান (রাঃ) ৩৫ হিজরীর ১৮ই যিলহাজ্জ তারিখে শহীদ হন। এতেই তারা খুশী হয়ে ৩৫১ হিজরীতে এদিনকে 'ঈদে গাদীরে খুম্ম' বা 'খুম্ম কূয়ার খুশীর দিন' হিসাবে পালনের ঘোষণা দেয়। অতঃপর শী'আ আমীর মু'ইযযুদ্দৌলা হযরত হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদাতের স্মরণে ৩৫২ হিজরীর ১০ই মুহাররমকে 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন এবং সকল দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন। তিনি মহিলাদের শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহরে ও গ্রামে সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এই নির্দেশ পালন করে। কিন্তু সুন্নীরা চুপ হয়ে যান। পরে সুন্নীদের উপরে এই ফরমান জারি হলে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ফলে বাগদাদে তীব্র নাগরিক অসন্তোষ ও সামাজিক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে।[২১]

বলা বাহুল্য বাগদাদের সুন্নী খলীফার কট্টর শী'আ আমীর মু'ইয্‌যুদ্দৌলার চালু করা এই বিদ'আতী রীতির ফলশ্রুতিতে আজও ইরাক, ইরান, পাকিস্তান ও ভারতের বিভিন্ন মুসলিম প্রধান এলাকায় আশূরার দিন চলছে শী'আ-সুন্নী পরস্পরে গোলযোগ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

হক ও বাতিলের লড়াই? (مقاتلة بين الحق والباطل؟)

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা যেকোন নিরপেক্ষ মুমিনের হৃদয়কে ব্যথিত করে। কিন্তু তাই বলে এটাকে হক ও বাতিলের লড়াই বলে আখ্যায়িত করা চলে কি? যদি তাই করতে হয়, তাহ'লে হোসায়েন (রাঃ)-কে কূফায় যেতে নিষেধকারী এবং ইয়াযীদের (৬০-৬৪ হি.) হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণকারী বাকী সকল ছাহাবীকে আমরা কি বলব? যাঁরা হোসায়েন (রাঃ) নিহত হওয়ার পরেও কোনরূপ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি।

উল্লেখ্য যে, শাম বা সিরিয়া বাসীদের জন্য হজ্জ ও ওমরাহ্-র নির্ধারিত মীক্বাত হ'ল 'জুহ্ফা' যা মক্কা থেকে উত্তর-পশ্চিমে ১৮৩ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। বর্তমানে এর নিকটবর্তী 'রাবেগ' নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা হয়। এখানেই রয়েছে বৃক্ষ বেষ্টিত 'খুম্ম' নামক বিখ্যাত কূয়া।

২১. ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.) হিজরী ক্রমিক ৩৫২ বর্ষ মুহাররম মাস, ৭/২৪৫ পৃ.।

মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর ঐ সময়ে জীবিত প্রায় ৬০ জন ছাহাবীসহ তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের প্রায় সকল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পরবর্তী খলীফা হিসাবে ইয়াযীদের হাতে যারা আনুগত্যের বায়'আত করেছিলেন।[২২]

কেবলমাত্র মদীনার চারজন ছাহাবী বায়'আত নিতে বাকী ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ও হুসায়েন ইবনু আলী (রাঃ)। প্রথমোক্ত দু'জন পরে বায়'আত করেন। শেষোক্ত দু'জন গড়িমসি করলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, إِتَّقِيَا اللهَ وَلاَ تُفَرِّقَا بَيْنَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ 'আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন! মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবেন না'।[২৩]

হুসায়েন (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) দু'জনেই মদীনা থেকে মক্কায় চলে যান। সেখানে কূফা থেকে দলে দলে লোক এসে হুসায়েন (রাঃ)-কে কূফায় গিয়ে তাদের আনুগত্যের বায়'আত নেবার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। এসময় কূফার নেতাদের কাছ থেকে ১৫০টি লিখিত অনুরোধপত্র তাঁর নিকটে পৌঁছে।[২৪] ফলে তিনি স্বীয় চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আক্বীল-কে ঘটনা যাচাইয়ের জন্য অগ্রিম কূফায় প্রেরণ করেন। সেখানে ১২ থেকে ১৮ হাযার লোক হুসায়েনের পক্ষে মুসলিম-এর হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করে। তখন মুসলিম বিন আক্বীল (রাঃ) সরল মনে হুসায়েন (রাঃ)-কে কূফায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্র পেয়ে হুসায়েন (রাঃ) হজ্জের একদিন পূর্বে সপরিবারে মক্কা থেকে কূফায় রওয়ানা হয়ে যান। হুসায়েন (রাঃ)-এর আগমনের খবর জানতে পেরে কূফার গবর্ণর নু'মান বিন বাশীর জনগণকে ডেকে বিশৃংখলা না ঘটাতে উপদেশ দেন। কোনরূপ কঠোরতা প্রয়োগ করা হ'তে তিনি বিরত থাকেন। ফলে কুচক্রীদের কানভারিতে তিনি পদচ্যুত হন ও বছরার গবর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে তদস্থলে নিয়োগ দেয়া হয় এবং একই সাথে তার

---

২২. ইবনু রাজাব হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হি.), যায়লু তাবাক্বা-তিল হানাবিলাহ (রিয়াদ : মাকতাবা উবায়কান, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি./২০০৫ খৃ.) ৩/৫৫ পৃ., বর্ণনা : আব্দুল গণী মাক্বদেসী (৫৪১-৬০০ হি.)।

২৩. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ৮/১৫০ পৃ.।

২৪. আল-বিদায়াহ ৮/১৫৪।

উপর কূফার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। তিনি দায়িত্ব পেয়েই প্রথমে মুসলিম বিন আক্বীলকে গ্রেফতার ও হত্যা করেন। তখন ভয়ে সকল কূফাবাসী হুসায়েন (রাঃ)-এর পক্ষ ত্যাগ করে। ইতিমধ্যে হুসায়েন (রাঃ) কূফার সন্নিকটে পৌঁছে যান এবং ইবনে যিয়াদ প্রেরিত সেনাপতি তাঁর গতিরোধ করে। বাস্তব অবস্থা বুঝতে পেরে তখন তিনি গবর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের নিকটে নিম্নোক্ত তিনটি প্রস্তাবের যেকোন একটি মেনে নেওয়ার জন্য পত্র পাঠান।-

إِخْتَرْ مِنِّيْ إِحْدَى ثَلاَثٍ : إِمَّا أَنْ أُلْحِقَ بِثِغْرٍ مِنَ الثُّغُوْرِ وَإِمَّا أَنْ أَرْجِعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَإِمَّا أَنْ أَضَعَ يَدِىْ فِىْ يَدِ يَزِيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ– 'আপনি আমার পক্ষ থেকে যেকোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করুন : ১- আমাকে সীমান্তের যে কোন এক স্থানে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হৌক। অথবা ২- মদীনায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হৌক। অথবা ৩- আমাকে ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হউক'।[২৫]

প্রত্যক্ষদর্শী জীবিত পুরুষ সদস্য আলী বিন হুসায়েন ওরফে 'যয়নুল আবেদীন' (রাঃ)-এর পুত্র শী'আদের সম্মানিত ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন আলী ওরফে ইমাম বাক্বের[২৬] (রহঃ)-এর সাক্ষ্য ঠিক অনুরূপ, যা হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.) স্বীয় গ্রন্থ 'তাহযীবুত তাহযীব'-য়ে (২/৩০১-৩০৫) এবং হাফেয ইবনু কাছীর স্বীয় 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ'-তে (৮/১৯৮-২০০) ইবনু জারীর ত্বাবারীর বরাতে উল্লেখ করেছেন।

---

২৫. আল-ইছাবাহ, ক্রমিক ১৭২৬ 'হুসায়েন (রাঃ)'; আল-বিদায়াহ ৮/১৭১।

২৬. ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়েন বিন আলী ইবনু আবী ত্বালেব ওরফে ইমাম বাক্বের ৫৭ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলী বিন হুসায়েন কারবালা যুদ্ধে বেঁচে যান। তিনি 'যয়নুল আবেদীন' ('আবেদগণের সৌন্দর্য') নামে পরিচিত ছিলেন। ইমাম বাক্বের শী'আদের সম্মানিত ১২ ইমামের অন্যতম। যদিও তিনি শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বলতেন, আমার পরিবারের এমন কাউকে আমি পাইনি, যিনি আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে খেলাফতের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতেন না। তিনি একজন বুযর্গ তাবেঈ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একাধিক ছাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে অনেক জ্যেষ্ঠ তাবেঈ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ১১৪ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন ও বাক্বী' গোরস্থানে সমাহিত হন *(আল-বিদায়াহ ৯/৩০৯)*।

হুসায়েন (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ড (قتل حسين رضــ) :

সেনাপতি ওমর বিন সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত হুসায়েন (রাঃ)-এর প্রেরিত তিনটি আপোষ প্রস্তাব গবর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ খলীফা ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া-র নিকট পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর হৃদয় শিমার বিন যুল-জওশান তাকে সরোষে বলল, কখনোই না। প্রথমে তিনি আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করবেন'। একথা মেনে নিয়ে ইবনু যিয়াদ উক্ত নির্দেশ পালনের জন্য হুসায়েন (রাঃ)-এর নিকট সরাসরি শিমারকে পাঠান। তাকে বলা হয়, সেনাপতি ওমর বিন সা'দ যদি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইতস্ততঃ করেন, তাহ'লে তুমি তার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং হুসায়েনকে হত্যা করবে' *(আল-বিদায়াহ ৮/১৭২)*। হুসায়েন (রাঃ) উক্ত হীনকর প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করলে শিমারের নির্দেশে যুর'আ বিন শারীক তামীমী প্রথমে তাঁকে তরবারীর আঘাতে ভূপাতিত করে। অতঃপর সিনান বিন আনাস নাখাঈ তাঁকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে। অতঃপর সে তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে। উল্লেখ্য যে, সেনাপতি ওমর-এর পিতা হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ)-এর ন্যায় শিমারের পিতাও ছিলেন একজন বিশিষ্ট ছাহাবী। বলা হয়েছে যে, তাঁর অপর নাম শুরাহবীল *(আল-বিদায়াহ ৮/১৯০)*। ঐদিন ছিল ১০ই মুহাররম শুক্রবার। যদিও কেউ কেউ বলেছেন, ওটা ছিল ছফর মাস। তবে প্রথমটিই সঠিক *(আল-বিদায়াহ ৮/১৭৩, ২০০)*।

নিহতদের সংখ্যা ও তালিকা (عدد المقتولين و أسماءهم) :

হুসায়েন (রাঃ)-এর অন্যতম বৈমাত্রেয় ছোট ভাই মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিইয়াহ (রাঃ) বলেন, 'হুসায়েন সহ এদিন তাঁর পরিবারের ১৭ জন পুরুষ সদস্য নিহত হন। যারা সবাই ছিলেন ফাতেমার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। যাদের মধ্যে ছিলেন, হুসায়েন (রাঃ)-এর দুই পুত্র আলী আল-আকবার ও আব্দুল্লাহ। বড় ভাই হাসান (রাঃ)-এর তিন পুত্র আব্দুল্লাহ, ক্বাসেম ও আবুবকর। আহলে বায়েতের ১৭ জন ছাড়াও ঐদিন হুসায়েন পক্ষে নিহত হন ৭২ জন এবং বিপক্ষে নিহত হয় ৮৮ জন। যাদের সবাইকে কারবালা ময়দানে দাফন করে বনূ আসাদ গোত্রের লোকেরা *(আল-বিদায়াহ ৮/১৯১)*। তবে ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) বলেন, আলী আল-আকবার হুসায়েন-এর কোলে শহীদ হন। ইনি আব্দুল্লাহ আর-রাযী' (দুগ্ধপোষ্য আব্দুল্লাহ) নামে

পরিচিত *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৩২১)*। যদিও শী'আরা হুসায়েনের কোলে নিহত হওয়া শিশুপুত্রকে আলী আল-আছগার বলে থাকে।

হুসায়েন (রাঃ)-এর প্রতিক্রিয়া (رجعية حسين رضـــ) :

ইমাম বাক্বের বলেন, যখন বিরোধী পক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তীর এসে হুসায়েনের কোলে থাকা শিশুপুত্রের বক্ষ ভেদ করে, তখন তিনি বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসীদের দায়ী করে বলেন, اَللَّهُمَّ احْكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ دَعَوْنَا لِيَنْصُرُوْنَا ثُمَّ يَقْتُلُوْنَنَا– 'হে আল্লাহ! তুমি ফায়ছালা কর আমাদের মধ্যে এবং ঐ কওমের মধ্যে, যারা আমাদেরকে সাহায্যের নাম করে ডেকে এনে হত্যা করছে'।[২৭]

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কারবালার ঘটনাটি ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক মতবিরোধের একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি। এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য মূলতঃ দায়ী ছিল বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসীরা ও নিষ্ঠুর গবর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ নিজে। কেননা ইয়াযীদ কেবলমাত্র হুসায়েনের আনুগত্য চেয়েছিলেন, তাঁর খুন চাননি। হুসায়েন (রাঃ) সে আনুগত্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইয়াযীদ স্বীয় পিতার অছিয়ত অনুযায়ী হুসায়েনকে সর্বদা সম্মান করেছেন এবং তখনও করতেন।

ইয়াযীদের প্রতিক্রিয়া (رجعية يزيد) :

হুসায়েন (রাঃ)-এর নিহত হওয়ার খবর রাজধানী দামেষ্কে পৌঁছলে ইয়াযীদ ও তার পরিবার অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তারা ক্রন্দন করতে থাকেন। এ সময় ইয়াযীদ বলেন, لَعَنَ اللهُ ابْنَ مَرْجَانَةَ يَعْنِيْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ، أَمَا وَاللهِ لَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُسَيْنِ رَحِمٌ لَمَا قَتَلَهُ وَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَرْضَى مِنْ طَاعَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِدُوْنِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ– 'ইবনু মারজানার (ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের) উপর আল্লাহ লা'নত করুন! আল্লাহ্র কসম যদি হুসায়েনের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক থাকত, তাহ'লে সে কখনোই তাঁকে হত্যা করত

২৭. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.) ২/৩০৪; আল-বিদায়াহ ৮/১৯৯।

না'। তিনি বলেন, 'হুসায়েনের খুন ছাড়াই আমি ইরাকীদেরকে আমার আনুগত্যে রাযী করাতে পারতাম'।[২৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইয়াযীদ আরও বলেন, 'ইবনু যিয়াদের উপর আল্লাহ লা'নত করুন! সে হুসায়েনকে কোনঠাসা ও বাধ্য করেছে। তিনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন অথবা আমার নিকটে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে হত্যা করেছে। এর ফলে সে আমাকে মুসলমানদের বিদ্বেষের শিকারে পরিণত করেছে। তাদের হৃদয়ে আমার বিরুদ্ধে শত্রুতার বীজ বপন করেছে। ভাল ও মন্দ সকল প্রকারের লোক হুসায়েন হত্যার মহা অপরাধে আমাকে দায়ী করবে ও আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। হায়! আমার কি হবে ও ইবনু মারজানার (ইবনে যিয়াদের) কি হবে! আল্লাহ তাকে মন্দ করুন ও তার উপরে গযব নাযিল করুন'![২৯]

হুসায়েন পরিবারের স্ত্রী-কন্যা ও শিশুগণ ইয়াযীদের প্রাসাদে প্রবেশ করলে প্রাসাদে কান্নার রোল পড়ে যায়। ইয়াযীদ তাদেরকে বিপুলভাবে সম্মানিত করেন ও মূল্যবান উপঢৌকনাদি দিয়ে সসম্মানে মদীনায় প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।[৩০]

যে তিন দিন হুসায়েন পরিবার ইয়াযীদের প্রাসাদে ছিলেন, সে তিন দিন সকালে ও সন্ধ্যায় হুসায়েনের দুই ছেলে আলী (ওরফে 'যয়নুল আবেদীন') এবং ওমর বিন হুসায়েনকে সাথে নিয়ে ইয়াযীদ খানাপিনা করতেন ও আদর-সোহাগ করতেন'।[৩১]

ইয়াযীদের চরিত্র (أخلاق يزيد) :

ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়াহ-র চরিত্র সম্পর্কে হুসায়েন (রাঃ)-এর অন্যতম বৈমাত্রেয় ছোট ভাই ও শী'আদের খ্যাতনামা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিইয়াহ (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ مِنْهُ مَا تَذْكُرُونَ وَقَدْ حَضَرْتُهُ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَرَأَيْتُهُ مُوَاظِبًا عَلَى الصَّلاَةِ مُتَحَرِّيًا لِلْخَيْرِ يَسْأَلُ عَنِ الْفِقْهِ مُلاَزِمًا

---

২৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ (রিয়ায : মাকতাবাতুল কাওছার ১ম সংস্করণ ১৪১১ হি./১৯৯১ খৃ.) ১/৩৫০ পৃ.।

২৯. আল-বিদায়াহ ৮/২৩৫।

৩০. মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ ১/৩৫০।

৩১. আল-বিদায়াহ ৮/১৯৭।

لِلسُّنَّةِ– ‘আমি তাঁর মধ্যে ঐ সব বিষয় দেখিনি, যেসবের কথা তোমরা বলছ। অথচ আমি তাঁর নিকটে হাযির থেকেছি ও সেখানে অবস্থান করেছি আমি তাঁকে নিয়মিতভাবে ছালাতে অভ্যস্ত ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী দেখেছি। তিনি ‘ফিক্বহ’ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সুন্নাতের পাবন্দী করেন’।[৩২]

রোমক বিজয়ে ইয়াযীদ (يزيد فى فتح الروم) :

মুসলমানদের সমুদ্র অভিযান এবং রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِى يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا... وَقَالَ : أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِى يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ... رواه البخارىُّ– ‘আমার উম্মতের প্রথম সেনাবাহিনী যারা সমুদ্র অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে, তারা জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিবে’। ...অতঃপর তিনি বলেন, ‘আমার উম্মতের প্রথম সেনাবাহিনী যারা রোমকদের রাজধানীতে অভিযান করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে’।[৩৩]

মুহাল্লাব বলেন, এই হাদীছের মধ্যে হযরত মু‘আবিয়া (রাঃ) ও তাঁর পুত্র ইয়াযীদ-এর উচ্চমর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হি.) সিরিয়ার গবর্ণর থাকাকালীন সময়ে মু‘আবিয়া (রাঃ) ২৭ হিজরী সনে রোমকদের বিরুদ্ধে প্রথম সমুদ্র অভিযান করেন। অতঃপর মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফত কালে (৪১-৬০ হি.) ৫২ হিজরী সনে ইয়াযীদের নেতৃত্বে রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রথম যুদ্ধাভিযান প্রেরিত হয়। উক্ত অভিযানে ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) মারা যান ও কনস্টান্টিনোপলের প্রধান ফটকের মুখে তাঁকে দাফন করার অছিয়ত করেন। অতঃপর সেভাবেই তাঁকে দাফন করা হয়। কথিত আছে যে, রোমকরা পরে ঐ কবরের অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত’।[৩৪]

---

৩২. আল-বিদায়াহ ৮/২৩৬।

৩৩. বুখারী হা/২৯২৪ ‘জিহাদ’ অধ্যায় ‘রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ অনুচ্ছেদ, উম্মে হারাম (রাঃ) হ’তে; ঐ, (মীরাট ছাপা : ১৩১৮ হি.) ১/৪০৯-১০; হাকেম ৪/৫৯৯, হা/৮৬৬৮ সনদ ছহীহ।

৩৪. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/২৯২৪-এর আলোচনা ৬/১০৩ পৃ.। ইবনুল আছীর এটাকে ৪৯ অথবা ৫০ হিজরী বলেছেন *(আল-কামিল ফিত-তারীখ ৩/৫৬ পৃ.)*।

২৭ হিজরীর প্রথম আভিযানে মু'আবিয়া (রাঃ) রোমকদের 'ক্বাবরাছ' (قبرص) জয় করেন।[৩৫] অতঃপর ৫১ হিজরীতে রোমকদের রাজধানী জয় করে ফিরে এসে ইয়াযীদ হজ্জ ব্রত পালন করেন।[৩৬] ইবনু কাছীর বলেন, ইয়াযীদের সেনাপতিত্বে পরিচালিত উক্ত অভিযানে স্বয়ং হুসায়েন (রাঃ) অংশ গ্রহণ করেন।[৩৭] এতদ্ব্যতীত যোগদান করেছিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, আবু আইয়ূব আনছারী প্রমুখ খ্যাতনামা ছাহাবীগণ।[৩৮]

মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অছিয়ত (وصية معاوية رضـــ ليزيد) :

মৃত্যুকালে মু'আবিয়া (রাঃ) ইয়াযীদকে হুসায়েন (রাঃ) সম্পর্কে অছিয়ত করে বলেছিলেন, فَإِنْ خَرَجَ عَلَيْكَ فَظَفَرْتَ بِهِ فَاصْفَحْ عَنْهُ فَإِنَّ لَهُ رَحِمًا مَا مِثْلُهُ وَحَقًّا عَظِيْمًا– 'যদি তিনি তোমার বিরুদ্ধে উত্থান করেন ও তুমি তাঁর উপরে বিজয়ী হও, তাহ'লে তুমি তাঁকে ক্ষমা করবে। কেননা তাঁর রয়েছে রক্ত সম্পর্ক, যা অতুলনীয় এবং রয়েছে মহান অধিকার'।[৩৯]

ইতিহাসগত বিভ্রান্তি (الحيرة التاريخية) :

ইবনু আসাকির (৪৯৯-৫৭১ হি.) স্বীয় 'তারীখে' ইয়াযীদ-এর নিন্দায় যে সব উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, সে সম্পর্কে হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.) বলেন, وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ عَسَاكِرَ أَحَادِيثَ فِي ذَمِّ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ لاَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا– 'ইয়াযীদের নিন্দায় ইবনু আসাকির বর্ণিত উদ্ধৃতি সমূহের সবগুলিই জাল। যার একটিও সত্য নয়'।[৪০]

---

৩৫. 'ক্বাবরাছ' বর্তমানে 'সাইপ্রাস' নামে পরিচিত। সে দেশের অধিকাংশ এলাকা পিতলের খনি দ্বারা সমৃদ্ধ। পিতলকে ইংরেজীতে Copper বলা হয়। সেখান থেকে হয়েছে Cyprus।

৩৬. আল-বিদায়াহ ৮/২৩২।

৩৭. আল-বিদায়াহ ৮/১৫৩।

৩৮. আল-কামিল ফিত-তারীখ ৩/৫৭।

৩৯. তারীখু ইবনে খালদূন (বৈরূত : ১৩৯১ হি./১৯৭১ খৃ.) ৩/১৮ পৃ.।

৪০. আল-বিদায়াহ ৮/২৩৪।

মৃত্যুকালে ইয়াযীদ (يزيد عند وفاته) :

মাত্র ৩৭ বছর বয়সে (২৭-৬৪ হি.) মৃত্যুকালে আল্লাহর নিকট ইয়াযীদের শেষ প্রার্থনা ছিল, اَللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا لَمْ أُحِبُّهُ وَلَمْ أُرِدْهُ وَاحْكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ– 'হে আল্লাহ! আমাকে পাকড়াও করো না ঐ বিষয়ে যা আমি চাইনি এবং আমি প্রতিরোধও করিনি। আর তুমি আমার ও ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের মধ্যে ফায়ছালা করে দাও'।[৪১]

ইযায়ীদ স্বীয় আংটিতে খোদাই করেছিলেন, آمَنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ 'আমি মহান আল্লাহ্র উপরে ঈমান পোষণ করি'।[৪২]

পর্যালোচনা (المراجعة) :

শাহাদাতে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার বিষয়ে দু'টি চরমপন্থী দলের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। একদল হুসায়েন (রাঃ)-এর ভণ্ড সমর্থক কূফার উগ্র শী'আ ও তাদের অনুসারী ঐতিহাসিক ও লেখকবৃন্দ। যারা হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদতকে হযরত ওমর, ওছমান, আলী, ত্বালহা, যোবায়ের (রাঃ) প্রমুখ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত মহান ছাহাবীগণের শাহাদতের চাইতে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে চেয়েছেন। এই দলের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন কূফার ভণ্ডনবী মোখতার ছাক্বাফী (১-৬৭ হি.)।[৪৩] দ্বিতীয় দল হুসায়েন বিদ্বেষী কূফার নাছেবী ফের্কার কিছু লোক, যারা আলী (রাঃ)-এর প্রতি ও তাঁর বংশের প্রতি সর্বদা বিদ্বেষ পোষণ করত। এরা হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদতে খুশী হয়েছিল ও তাঁকে ইসলামের প্রথম বিদ্রোহী ও ঐক্য বিনষ্টকারী হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল। এমনকি তারা 'আশূরার দিন খুশী

---

৪১. আল-বিদায়াহ ৮/২৩৯।

৪২. প্রাগুক্ত।

৪৩. মোখতার বিন ওবায়েদ ছাক্বাফী ১লা হিজরীতে ত্বায়েফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর পক্ষে থাকা পর্যন্ত একজন সৎকর্মশীল ও গুণী ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। পরে তিনি উচ্চাভিলাষী, মিথ্যাশ্রয়ী ও সম্পদলোভী হয়ে পড়েন। এসময় তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হোসায়েন (রাঃ)-এর রক্তের দাবীতে উত্থান করেন এবং ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ, ওমর বিন সা'দ ও শিমার সহ হোসায়েন হত্যাকারী নেতাদের হত্যা করেন। এক পর্যায়ে তিনি নবুঅতের দাবী করেন। পরে মুছ'আব বিন যুবায়ের-এর সৈন্যদের হাতে তিনি ৬৭ হিজরীতে কূফায় নিহত হন *(আল-ইছাবাহ, ক্রমিক ৮৫৫২ 'মোখতার বিন ওবায়েদ ছাক্বাফী')*।

হয়ে ভাল খানাপিনা করলে ও পরিবারের উপরে বেশী বেশী খরচ করলে সারা বছর প্রাচুর্যের মধ্যে থাকা যাবে'- বলে জাল হাদীছ তৈরী করে প্রচার করেছিল। তারা এই দিনকে 'ঈদের দিন' গণ্য করে চোখে সুর্মা লাগায়, উত্তম পোষাক পরিধান করে, ভাল খানাপিনা করে ও রাস্তায় আনন্দ-ফুর্তি করে'।[৪৪]

এই দলেরই লোক ছিল ইরাকের পরবর্তী কুখ্যাত উমাইয়া গবর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাক্বাফী (৪১-৯৬ হি.)। হুসায়েনভক্ত ভণ্ডনবী মোখতার বিন ওবায়েদ ছাক্বাফী এবং হুসায়েন বিদ্বেষী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাক্বাফী দু'জনেই ছিলেন ত্বায়েফের ছাক্বাফী গোত্রের লোক। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়। যেখানে তিনি বলেছিলেন, أَنَّ فِىْ ثَقِيْفٍ كَذَّابًا وَّمُبِيْرًا 'অতিসত্বর ছাক্বাফী গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী ঘাতকের জন্ম হবে'।[৪৫] মোখতার ছিলেন হুসায়েন (রাঃ)-এর মিথ্যা ভক্ত এবং হাজ্জাজ ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর নিষ্ঠুর ঘাতক।

উপরোক্ত দুই চরমপন্থী দলের উত্থানের ফলে মুসলিম সমাজে দু'ধরনের বিদ'আত চালু হয়েছে ১- ঐদিন শোক ও মর্সিয়ার বিদ'আত এবং ২- ঐদিন খুশী ও আনন্দ প্রকাশের বিদ'আত।

---

৪৪. আল-বিদায়াহ ৮/২০৪।

৪৫. মুসলিম হা/২৫৪৫ 'ফাযায়েলে ছাহাবা' অধ্যায়; আহমাদ হা/৫৬৪৪; মিশকাত হা/৫৯৯৪ 'কুরায়েশ বংশের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ। খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের সময়ে (৬৫-৮৬ হি./৬৮৫-৭০৫ খৃ.) ইরাকের গবর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৬-৯৬ হি./৬৯৪-৭১৪ খৃ.) ৭৩ হিজরীতে মক্কা অবরোধ করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (১-৭৩ হি.)-কে হত্যা করেন। অতঃপর তাঁর মা হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালে তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন স্বয়ং হাজ্জাজ তাঁর বাড়ীতে এসে রাগতঃস্বরে তাঁকে বলেন, كَيْفَ رَأَيْتِنِى صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللهِ؟ 'আল্লাহ্‌র শত্রুর সঙ্গে আমি যে আচরণ করেছি, সে বিষয়ে আপনার অভিমত কি'? জবাবে দৃষ্টিহারা নবতিপর বৃদ্ধা হযরত আসমা (রাঃ) নির্ভীক কণ্ঠে বলেন, رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ اٰخِرَتَكَ- 'আমি মনে করি তুমি এর দ্বারা তার দুনিয়া নষ্ট করেছ এবং সে তোমার আখেরাত নষ্ট করেছে'। অতঃপর তিনি উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, 'মিথ্যাবাদীকে তো আমরা দেখেছি। এক্ষণে ধ্বংসকারী হিসাবে আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে মনে করি না'। মুখের উপর এই কড়া জবাব শুনে হাজ্জাজ চুপচাপ উঠে চলে যান' *(মুসলিম হা/২৫৪৫; মিশকাত হা/৫৯৯৪)*।

হুসায়েন (রাঃ) সম্পর্কে আক্বীদা (العقيدة في حسين رضــ) :

এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যপন্থী আক্বীদা এই যে, হুসায়েন (রাঃ) মযলূম অবস্থায় শহীদ হয়েছিলেন। অতএব রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব বিভক্ত করার বিষয়ে মুসলিম শরীফে বর্ণিত ছহীহ হাদীছটি[৪৬] তাঁর উপরে প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি প্রকাশ্যে কখনোই ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। বরং মদীনার গবর্ণরের প্রস্তাবের জওয়াবে তিনি বলেছিলেন, إِنَّ مِثْلِي لاَ يُبَايِعُ سِرًّا ... وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ دَعَوْتَنَا مَعَهُمْ- 'আমার মত ব্যক্তি গোপনে বায়'আত করতে পারে না। ... বরং যখন লোকজন সমবেত হবে, তখন আপনি আমাদের ডাকবেন'।[৪৭] এরপর তিনি মক্কায় চলে যান ও কূফাবাসীদের নিরন্তর আবেদনে সেখানে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পেরে তিনি ইয়াযীদের নিকটে বায়'আত করা সহ তিনটি প্রস্তাব পাঠান। অতএব পূর্বে তাঁর বিদ্রোহ প্রমাণিত হয়নি এবং শেষে বরং তাঁর আনুগত্য প্রমাণিত হয়।

হুসায়েন (রাঃ)-এর কূফায় যাত্রার প্রাক্কালে ছাহাবীগণের ভূমিকা

(دور الصحابة رضــ قبيل رحلة حسين رضــ إلي الكوفة)

হযরত হুসায়েন (রাঃ) কূফায় রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ছাহাবীগণ তাঁকে বারবার নিষেধ করেন এবং আলী (রাঃ) ও হাসান (রাঃ)-এর সাথে কূফাবাসীদের পূর্বেকার বিশ্বাসঘাতকতার কথা তাঁকে জোরালোভাবে স্মরণ করিয়ে দেন।[৪৮] ইবনু আব্বাস ও ইবনু ওমরের বারবার তাকাদা সত্ত্বেও যখন তিনি ফিরলেন না, তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে বললেন, যদি ইরাকীরা সত্য সত্যই আপনাকে চায়, তবে তারা দলেবলে এসে আপনাকে সসম্মানে নিয়ে যাক। কিন্তু তারা তো কেবল চিঠি পাঠিয়েছে। কিন্তু হুসায়েন (রাঃ) কোন কথাই শুনলেন না। অবশেষে বারবার অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে ইবনু আব্বাস

---

৪৬. إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا 'যখন দুই খলীফার জন্য বায়'আত নেওয়া হবে, তখন শেষোক্ত জনকে হত্যা কর' *(মুসলিম হা/১৮৫৩; মিশকাত হা/৩৬৭৬-৭৭ 'নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা' অধ্যায়)*।

৪৭. আল-বিদায়াহ ৮/১৫০।

৪৮. এজন্যই প্রবাদ বাক্য তৈরী হয়েছে, الكُوفِى لا يُوفِى 'কূফীরা কখনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না'।

বললেন, ইরাকীরা প্রতারক। আপনি তাদের ধোঁকায় পড়বেন না। এরপরেও যদি আপনি নিতান্তই যেতে চান, তবে আমার অনুরোধ, আপনি মহিলা ও শিশুদের নিয়ে যাবেন না। আমি ভয় পাচ্ছি যে, ওছমান যেভাবে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সামনে নিহত হয়েছেন, আপনিও তেমনি ওদের চোখের সামনে নিহত হবেন'। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) এসে তাঁকে বুঝালেন। কিন্তু তাতেও তিনি ফিরলেন না। তখন তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বুক ভাসিয়ে শেষ বিদায় দেন এই বলে, أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ مِنْ قَتِيْلٍ 'হে নিহত! আল্লাহ্‌র যিম্মায় আপনাকে সোপর্দ করলাম'।

এভাবে একে একে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিইয়াহ, আবু সাঈদ খুদরী, আবু ওয়াক্বিদ লায়ছী, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, মিসওয়ার বিন মাখরামাহ, উমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান, আবুবকর বিন আব্দুর রহমান, আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর, আমর বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ প্রমুখ ছাহাবীগণ তাঁকে কূফায় না যাওয়ার অনুরোধ করেন। বিশেষ করে আবুবকর বিন আব্দুর রহমান এসে তাঁকে বলেন, هُمْ عَبِيْدُ الدُّنْيَا فَيُقَاتِلُكَ مَنْ قَدْ وَعَدَكَ أَنْ يَّنْصُرَكَ 'ওরা দুনিয়ার গোলাম। অতএব যারা আপনাকে সাহায্যের নিশ্চিত ওয়াদা করেছে, ওরাই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে'। কিন্তু সবাইকে নিরাশ করে হুসায়েন জবাব দেন, مَهْمَا يَقْضِى اللهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُنْ 'আল্লাহ যেটা ফায়ছালা করবেন, সেটাই হবে'। এই জবাব শুনে আবুবকর বিন আব্দুর রহমান বলে উঠলেন, *'ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন'*।[৪৯] হুসায়েনের শাহাদাতের পর ছাহাবায়ে কেরাম চরমভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত হন। একবার জনৈক ইরাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমরের কাছে ইহরাম অবস্থায় মাছি মারা যাবে কি-না জিজ্ঞেস করলে তিনি দুঃখ করে বলেন,

يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَسْأَلُوْنِي عَنْ قَتْلِ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلْتُمُ ابْنَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا–

'হে ইরাকীগণ! তোমরা আমার নিকটে মাছি হত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? অথচ তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নাতিকে হত্যা করেছ। যাদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন 'এ দু'ভাই দুনিয়াতে আমার সুগন্ধি স্বরূপ'।[৫০]

---

৪৯. আল-বিদায়াহ ৮/১৬২-৬৩; তাহযীবুত তাহযীব ২/৩০৭।
৫০. বুখারী হা/৩৭৫৩; মিশকাত হা/৬১৩৬ 'নবী পরিবারের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।

হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদাতে আহলে সুন্নাতের অবস্থান

(موقف اهل السنة في شهادة حسين رضــــ)

হযরত হুসায়েন (রাঃ) সম্পর্কে উপরে বর্ণিত ছাহাবায়ে কেরামের ভূমিকার আলোকে আহলে সুন্নাতের অবস্থান এই যে, খেলাফতের হকদার হিসাবে হুসায়েন ও তাঁর অনুসারীদের দাবী নিঃসন্দেহে সঠিক থাকলেও সবকিছুর উপরে আল্লাহর অমোঘ বিধানই কার্যকর হয়েছে। আর তা হ'ল, আল্লাহ্র বাণী- قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- 'তুমি বল, হে আল্লাহ! তুমি রাজাধিরাজ। তুমি যাকে খুশী রাজত্ব দান কর ও যার কাছ থেকে খুশী রাজত্ব ছিনিয়ে নাও। তুমি যাকে খুশী সম্মানিত কর ও যাকে খুশী অপমানিত কর। তোমার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান' *(আলে ইমরান ৩/২৬)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَّشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ- 'বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে রাজত্ব দান করেন। আর আল্লাহ (স্বীয় অনুগ্রহ) প্রশস্তকারী ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৪৭)*। বস্তুতঃ ইয়াযীদও কাছাকাছি একই কথা বলেছিলেন *(আল-বিদায়াহ ৮/১৯৭)*।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হুসায়েন (রাঃ)-এর মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু তাতে বাড়াবাড়ি করে শী'আদের ন্যায় ঐদিন শোক দিবস পালন করে না। দুঃখ প্রকাশের ইসলামী রীতি হ'ল 'ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন' পাঠ করা *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৬)* ও মাইয়েতের জন্য দো'আ করা।

বনু ইস্রাঈলের অসংখ্য নবী নিজ কওমের লোকদের হাতে নিহত হয়েছেন। মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে ফজরের ছালাতরত অবস্থায় মর্মান্তিকভাবে আহত হয়ে পরে শাহাদাত বরণ করেছেন। ওছমান গণী (রাঃ) ৮৩ বছরের বৃদ্ধ বয়সে নিজ গৃহে কুরআন তেলাওয়াত রত অবস্থায় পরিবারবর্গের সামনে নিষ্ঠুরভাবে শহীদ হয়েছেন। হযরত আলী (রাঃ) ফজরের জামা'আতে মসজিদে যাওয়ার পথে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে তাঁর হত্যাকারী এবং বিরোধীরা 'কাফের' ও 'আল্লাহ্র

নিকৃষ্টতম সৃষ্টি’ (شَرُّ خَلْقِ اللهِ) বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।[৫১] যদিও হোসায়েন (রাঃ)-কে তাঁর হত্যাকারীরা কখনো ‘কাফের’ বলেনি।

হাসান (৩-৪৯ হি.)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।[৫২] আশারায়ে মুবাশশারাহ্‌র অন্যতম ব্যক্তিত্ব হযরত ত্বালহা ও যুবায়ের (রাঃ) ‘উটের যুদ্ধে’ মর্মান্তিকভাবে শহীদ হন। তাঁদের কারু মৃত্যু হুসায়েন (রাঃ)-এর মৃত্যুর চাইতে কম দুঃখজনক ও কম শোকাবহ ছিল না। কিন্তু কারু জন্য দিনক্ষণ নির্ধারণ করে মাতম করার ও শোক দিবস পালন করার কোন রীতি কোন কালে ছিল না। ইসলামী শরী‘আতে এগুলি নিষিদ্ধ।

শী‘আ চক্রান্তের ফাঁদে সুন্নীগণ

(اهل السنة في فخّ المؤامرة من الشيعة)

শী‘আ লেখকদের অতিরঞ্জিত লেখনীতে বিভ্রান্ত হয়ে যেমন বহু ইতিহাস লিখিত হয়েছে, তেমনি ‘বিষাদ সিন্ধু’-র ন্যায় সাহিত্য সমূহের মাধ্যমে বহু কল্পকথাও এদেশে চালু হয়েছে।[৫৩] বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় বহু বৎসর যাবৎ শী‘আদের অবস্থান থাকার কারণে হুসায়েন ও কারবালা নিয়ে অলৌকিক সব কল্পকাহিনী এদেশের মানুষের মন-মগযে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এছাড়াও তারা অতি সুকৌশলে এদেশের শিক্ষিত সুন্নী মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু পরিভাষা চালু করে দিয়েছে। যেমন সম্মান প্রকাশের জন্য ছাহাবীগণের নামের পূর্বে উপমহাদেশে ‘হযরত’ বলা হয় ও শেষে দো‘আ হিসাবে ‘রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্‌হু’ বলা হয়, যা সংক্ষেপে (রাঃ) লেখা হয়। কিন্তু হযরত হোসায়েন (রাঃ)-এর নামের পূর্বে ‘ইমাম’ এবং শেষে নবীগণের ন্যায় ‘আলাইহিস সালাম’ বলা হচ্ছে ও সংক্ষেপে (আঃ) লেখা হচ্ছে। এর কারণ এই যে, শী‘আদের আক্বীদা মতে তাদের ‘ইমাম’গণ নবীগণের ন্যায় মা‘ছূম বা নিষ্পাপ। হুসায়েন (রাঃ) তাদের

---

৫১. আল-বিদায়াহ ৭/৩৩৯।

৫২. আল-বিদায়াহ ৮/৪৪।

৫৩. মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১ খৃ.) কুষ্টিয়া যেলার কুমারখালী উপযেলাধীন লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কারবালার স্মরণে সাধু ভাষায় লিখিত ‘বিষাদ সিন্ধু’ নামক শোকগাথা মূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস-এর জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। যা ১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৯১ সালে তিন ভাগে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে সেগুলি একখণ্ডে মুদ্রিত হয়।

অনুসরণীয় বারো ইমামের অন্যতম। তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা মতে তাদের 'ইমাম'গণ নবীগণের ন্যায় আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে মনোনীত হন। সেকারণ নবীগণের ন্যায় ইমামগণের নামের শেষে তারা 'আলাইহিস সালাম' বলেন। অথচ ইমাম খোমেনী (১৯০২-১৯৮৯ খৃ.) স্বীয় বইয়ে লিখেছেন, وَمِــنْ ضَرُوْرِيَّاتِ مَذْهَبِنَا أَنَّ لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا لاَّ يَبْلُغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَــلٌ، وَيَقُوْلُ: إِنَّ تَعَالِيْمَ الْأَئِمَّةِ كَتَعَالِيْمِ الْقُرْآنِ يَجِبُ تَنْفِيْذَهَا وَاتِّبَاعَهَا– 'আমাদের মাযহাবের আবশ্যিক আক্বীদা সমূহের অন্যতম হ'ল এই যে, আমাদের ইমামদের উচ্চমর্যাদায় আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল কোন ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত কোন রাসূল পৌঁছতে পারেননি'। তিনি আরও বলেন, নিশ্চয়ই ইমামদের শিক্ষাসমূহ কুরআনের শিক্ষাসমূহের ন্যায়। যার বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করা ওয়াজিব' *(আল-হুকূমাতুল ইসলামিয়াহ ৫২ ও ১৩ পৃ.)*।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ আক্বীদা মতে ছাহাবীগণ 'মা'ছূম' বা নিষ্পাপ নন এবং তাঁরা নবীগণের সমপর্যায়ভুক্ত নন। অতএব সুন্নী আলেম ও বিদ্বানগণের উচিত হবে শী'আদের সূক্ষ্ম চাতুর্য হ'তে সাবধান থাকা; যেন আমাদের ভাষার মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার প্রচার না হয়।

ইয়াযীদ সম্পর্কে আক্বীদা

(العقيدة في يزيد)

ইয়াযীদ-কে আমরা কখনোই 'মালঊন' বা অভিশপ্ত বলব না। বরং সকল মুসলমানের ন্যায় আমরা তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করব। যেমন ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.) বলেন, يزيد صح إسلامه، وما صح قتله الحسين رضي الله عنه، ولا أمره لا رضاه بذلك، ومهما لم يصح ذلك منه لا يجوز أن يظن ذلك به فإن إساءة الظن بالمسلم أيضاً حرام وقد قال تعالى: اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ... مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلاَثًا: دَمَهُ وَمَالَهُ، وَأَنَ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ– 'ইয়াযীদের ইসলাম সঠিক ছিল। কিন্তু হোসায়েনকে তিনি হত্যা করেছিলেন, সেটি সঠিক ছিল না। তিনি এর হুকুম দেননি এবং এতে সন্তুষ্ট

ছিলেন না। যেহেতু এটি তার থেকে সঠিক নয়, সেহেতু তার ব্যাপারে মন্দ ধারণা সিদ্ধ নয়। কেননা কোন মুসলিম সম্পর্কে মন্দ ধারণা করাও হারাম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনের তিনটি বস্তু হারাম করেছেন। ...তার রক্ত, তার সম্পদ ও তার সম্পর্কে মন্দ ধারণা করা' *(ছহীহাহ হা/৩৪২০)*।[৫৪]

হোসায়েনকে তিনি হত্যা করেননি, হত্যা করার হুকুম দেননি, হত্যা করায় খুশীও হননি। এমনকি ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ প্রেরিত সেনাদলের নেতা ওমর বিন সা'দ সহ বহু সৈন্য হোসায়েন (রাঃ)-কে হত্যার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এক পর্যায়ে ইবনু যিয়াদের অগ্রবর্তী সৈন্যাধ্যক্ষ কূফার বীর সন্তান হোর বিন ইয়াযীদ পক্ষত্যাগ করে ইবনে যিয়াদ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে নিহত হন *(আল-বিদায়াহ ৮/১৮০)*। অতএব শিমার বিন যিল-জাওশান-এর হঠকারিতাই ছিল এই হত্যাকাণ্ডের জন্য মূলতঃ দায়ী।

উপসংহার (الخاتمة) :

আমাদেরকে কারবালার ঘটনা সম্পর্কে সকল প্রকার আবেগ ও বাড়াবাড়ি হ'তে দূরে থাকতে হবে এবং আশূরা উপলক্ষে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ হ'তে বিরত থাকতে হবে। সাথে সাথে নিজেদের ব্যক্তি জীবন ও বৈষয়িক জীবন এবং সর্বোপরি আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থাকে নিখুঁত ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজাবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে জামা'আতবদ্ধভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

৫৪. ইবনু খাল্লিকান (৬০৮-৬৮১ হি.), অফায়াতুল আ'ইয়ান (বৈরূত : দার ছাদির, মুদ্রণ ১৯০০ খৃ.) ৩/২৮৮ পৃ.।